রপ্তানি নীতি ২০০৬-২০০৯

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন, ২০০৭

83.6354
UR
002

For Library use.

রপ্তানি নীতি ২০০৬-২০০৯

Export Promotion Bureau, Dhaka
TRADE INFORMATION CENTRE (TIC)
LIBRARY
ACCESSION NO: 701
CALL NO: 382.635492
SELF NO: 15(B)

[বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যায় গত জুন ৫, ২০০৭ ইং তারিখে প্রকাশিত।]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

রপ্তানি-১ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৪ জুন ২০০৭

নং বাম/র-১/রনী-৩/২০০৫/(অংশ-৩)/৮৮—নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার রপ্তানি নীতি ২০০৬—২০০৯ অনুমোদন করেছেন। উহা এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

২.০। রপ্তানি নীতি ২০০৬—২০০৯ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আবু সাঈদ চৌধুরী
উপ-সচিব।

	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা নং
১.০	ভূমিকা	১
২.০	প্রয়োগ ও পরিধি	১
৩.০	পণ্য রপ্তানিতে প্রতিপালনীয় বিধি-বিধান	২
৪.০	পণ্য রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ	২
৫.০	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	২
৬.০	রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিবার ক্ষমতা	৩
৭.০	অন্ট্রাপো ও পুনঃ রপ্তানি	৩
৮.০	এলসি ছাড়া রপ্তানির সুযোগ	৪
৯.০	রপ্তানি-কাম-আমদানি	৪
১০.০	প্রাক-জাহাজীকরণবাধ্যবধকতা	৪
১১.০	মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র	৪
১২.০	রপ্তানি উন্নয়ন কৌশলপত্র	৪
পরিশিষ্ট-১	রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা ও শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি	৫

রপ্তানি নীতি ২০০৬—০৯

১.০ ভূমিকা

১.১ বিশ্বায়নের ফলে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য উদার ও সহজতর হইলেও আন্তর্জাতিক বাজারে টিকিয়া থাকিবার জন্য অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ ক্রমবর্ধিষ্ণু পারস্পারিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেছে। অন্যদিকে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ার কারণে উন্নয়নের অধিকতর যুৎসই হাতিয়ার হিসাবে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্ভাবনা ও উদ্যোগকে শক্তিশালীকরণের প্রয়াস কম-বেশি সব দেশেই লক্ষণীয়। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দেশ পণ্য উৎপাদনে ইহার তুলনামূলক সুবিধাকে কাজে লাগাইয়া প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিবার নিরন্তর প্রয়াসে লিপ্ত রহিয়াছে। বাংলাদেশও ইহার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের কস্টার্জিত বৈদেশিক আয়ের প্রধান উৎস রপ্তানি খাত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে এই খাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে।

১.২ বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার জন্য সরকার একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) তৈয়ার করিয়াছে। এই কৌশলপত্রের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে বিশ্বায়নের সুযোগ-সুবিধাগুলোকে কাজে লাগাইয়া রপ্তানি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে আরো নিবিড় ও গতিশীল করিতে সাহায্য করা এবং এই সকল কর্মকান্ডের সাথে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করিবার মাধ্যমে সরকারের বর্ণিত দারিদ্র্য বিমোচন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা। পিআরএসপি'র বর্ণিত উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া সরকার আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ ও সরলীকরণ, ব্যবসায়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ, বাজার সম্প্রসারণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মকান্ড যেমনঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, ব্যবসার খরচ কমিয়ে আনা ও গভর্নেন্স অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নসহ কমপ্লায়েন্স সম্পৃক্ত বিষয়াদি বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করিয়া রপ্তানি খাতকে সীমিত পণ্য নির্ভরতা হইতে মুক্ত করিয়া বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। একই সাথে সরকার সার্ভিস সেক্টরের (যেমন, ইনফরমেশন ও কমিউনিকেশন টেকনোলজি, কনসালটেশন সার্ভিস, কনষ্ট্রাকশন ইত্যাদি) সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়াছে।

১.৩ দেশের প্রধান প্রধান শিল্প ও বণিক সমিতি, চেম্বার, গবেষণা সংস্থা, সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ ও সংস্থা সমন্বয়ে গঠিত কনসালটেটিভ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার রপ্তানি নীতি ২০০৬—০৯ প্রণয়ন করিয়াছে। এই নীতিতে বর্ণিত বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য পৃথকভাবে একটি রপ্তানি কৌশলপত্র তৈয়ার করা হইয়াছে। আশা করা যায়, রপ্তানির আলোচ্য কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করা গেলে রপ্তানি নীতি ২০০৬—০৯ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহজতর হইবে।

২.০ প্রয়োগ ও পরিধি

২.১ ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হইলে রপ্তানি নীতি ২০০৬—০৯ বাংলাদেশ হইতে সকল ধরনের পণ্য ও সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২.২ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের দিন হইতে রপ্তানি নীতি ২০০৬—০৯ এবং ইহার আওতায় জারীকৃত রপ্তানি উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০০৬—০৯ কার্যকর হইবে এবং ইহার মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৯ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে কোন কারণে নতুন রপ্তানি নীতি জারী বিলম্বিত হইলে নতুন নীতি জারী না হওয়া পর্যন্ত এই রপ্তানি নীতি বলবৎ থাকিবে।

২.৩ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য সকল এলাকায় এই নীতি প্রযোজ্য হইবে।

২.৪ ট্যাক্স/ট্যারিফ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জাতীয় বাজেট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঘোষিত কোন সিদ্ধান্ত রাপ্তনি নীতির উপর প্রাধান্য পাইবে।

২.৫ এই নীতিতে যাহা কিছু থাকুক না কেন, অন্য কোন সরকারী আদেশে রপ্তানি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত জারী করা হইলে তাহা যদি এই রপ্তানি নীতির কোন বিধানের সহিত অসংগতিপূর্ণ হয়, তবে উক্ত সরকারী আদেশ রপ্তানি নীতির উপর প্রাধান্য পাইবে।

২.৬ সরকার বছরে অন্ততঃ একবার এই নীতি পর্যালোচনা করিবে এবং প্রয়োজনে ইহার যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করিতে পারিবে।

৩.০ **পণ্য রপ্তানিতে প্রতিপালনীয় বিধি-বিধান—**

৩.১ বাংলাদেশ হইতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নীতিতে বর্ণিত অথবা এতদ্‌বিষয়ক অন্য কোন আইনে বর্ণিত শর্তাবলী, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও নিয়মাবলী পালন এবং উহাদের আওতায় নির্ধারিত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে।

৪.০ **পণ্য রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ**—এই নীতির অধীনে পণ্যের রপ্তানি নিম্নরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, যথা,

৪.১ **রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা**—ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হইলে, এই নীতিতে উল্লিখিত রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য সামগ্রী রপ্তানি করা যাইবে না। তবে যেই সকল পণ্য কতিপয় শর্ত পালন সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য সেই সকল পণ্য উক্ত বিধান পালন সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাইবে।

৪.২ রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ প্রদত্ত হইয়াছে।

৫.০ **রপ্তানিযোগ্য পণ্য**—ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হইলে, পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য এবং যেই সকল পণ্য কতিপয় বিধান পালন সাপেক্ষে রপ্তানির কথা বলা হইয়াছে সেই সকল পণ্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্য অবাধে রপ্তানিযোগ্য হইবে।

৫.১ এই নীতিতে বর্ণিত বিধি-বিধান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ঃ

৫.১.১ বিদেশগামী জাহাজ, যান অথবা বিমানের ভান্ডার (Store), যন্ত্রপাতি (equipment) অথবা মেশিনের যন্ত্রাংশ এবং রন্ধনশালার অংশ হিসাবে ঘোষিত পণ্য অথবা নাবিক অথবা উক্ত জাহাজ, যান অথবা বিমানের ক্রু ও যাত্রীদের সংগে বহনকৃত ব্যাগেজ;

৫.১.২ নিম্নোক্ত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে নমুনা (sample) রপ্তানি—

(অ) এই সব পণ্যের রপ্তানি নিষিদ্ধ নয় ক্ষেত্রে;

(আ) এফওবি (free on board) মূল্যের ভিত্তিতে রপ্তানিকারক প্রতি বার্ষিক সর্বাধিক ৫,০০০ মার্কিন ডলারের পণ্য (ঔষধ ব্যতীত);

(ই) নমুনা হিসাবে বিনা মূল্যে প্রেরিত পণ্য, তবে শর্ত থাকে যে, ঔষধের ক্ষেত্রে (১) রপ্তানি এল, সি, (letter of credit) বা ঋণপত্র ব্যতিরেকে বছরে সর্বোচ্চ ১০,০০০ মার্কিন ডলার, অথবা (২) প্রতি রপ্তানি এল,সি বা ঋণপত্রের বিপরীতে মোট এলসি/ঋণপত্র মূল্যের ১% বা সর্বোচ্চ ১,০০০ মার্কিন ডলারের ঔষধ যেইটি কম হইবে, সেইটি;

(ঈ) ১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কর্তৃক বার্ষিক সর্বোচ্চ ৭,৫০০ মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরী পোষাকের নমুনা;

(উ) প্রমোশনাল মেটেরিয়্যালের (ব্রশিয়ার, পোস্টার, লিফ্লেট, ব্যানার ইত্যাদি) ক্ষেত্রে যে কোন মূল্য বা ওজন;

(ঊ) ১,০০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ টাকার উপহার সামগ্রী বা গিফ্ট পার্সেল;

(ঋ) বাংলাদেশের বাইরে ভ্রমণকারী ব্যক্তির বৈধ (bonafide) ব্যাগেজ; এবং

(এ) সরকার কর্তৃক ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে রপ্তানি পণ্য।

৫.১.৩ "নমুনা" বা স্যাম্পল বলিতে বাণিজ্যিক মূল্যহীন সহজে সনাক্তযোগ্য সীমিত পরিমাণ পণ্যকে বুঝাইবে; এবং

৫.১.৪ "গিফ্ট পার্সেল" বলিতে কুরিয়ার সার্ভিসে প্রেরিত কোন উপহার সামগ্রীকে বুঝাইবে।

৬.০ **রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিবার ক্ষমতা**—উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া সরকার পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত কোন নিষিদ্ধ পণ্য রপ্তানির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া সরকার বিশেষ বিবেচনায় কোন পণ্য রপ্তানি, রপ্তানি-কাম-আমদানি অথবা পুনঃরপ্তানির অনুমতিপত্র (authorization) জারী করিতে পারিবে।

৭.০ **অন্ট্রাপো ও পুনঃরপ্তানি**—আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তি নং ৪২ (২০০৩—২০০৬)/আমদানি, তারিখ ২৮ জুন, ২০০৫ (১৪ আষাঢ়, ১৪১২ বাংলা) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অন্ট্রাপো বাণিজ্য/পুনঃরপ্তানি করা যাইবে।

৭.১ "অন্ট্রাপো (entre-pot) বাণিজ্য" বলিতে কমপক্ষে ৫% অধিক মূল্যে (আমদানি মূল্য অপেক্ষা) আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানি করাকে বুঝাইবে। এই ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগতমান, পরিমাণ, আকৃতিসহ কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে না। অন্ট্রাপোর আওতায় পণ্য বন্দর সীমানার বাহিরে আসিবে না। তবে বিশেষ অনুমোদনক্রমে পণ্য বন্দর সীমানার বাহিরে আনা যাইতে পারে।

৭.২ অন্ট্রাপো'র আওতায় "আমদানি মূল্য" বলিতে বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের ঘোষিত সিএন্ডএফ মূল্যকে বুঝাইবে।

৭.৩ "পুনঃরপ্তানি" অর্থ স্থানীয়ভাবে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান বা আকৃতির যে কোন একটির অথবা উভয়ের পরিবর্তনপূর্বক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের সহিত ন্যূনতম ১০% মূল্য সংযোজনপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য রপ্তানি করাকে বুঝাইবে।

৭.৪ এই ক্ষেত্রে আমদানি মূল্য বলিতে পুনঃরপ্তানির জন্য বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের সিএন্ডএফ মূল্যকে বুঝাইবে।

৮.০ **এলসি ছাড়া রপ্তানির সুযোগ**—ই এক্স পি ফরম ও শিপিং বিল দাখিল সাপেক্ষে এলসি ছাড়া বাইয়িং কন্ট্রাক্ট, চুক্তি, পার্চেজ-অর্ডার কিংবা অ্যাডভান্সড্ পেমেন্টের ভিত্তিতে রপ্তানি করা যাইবে। অগ্রিম নগদায়ন বা কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে সকল প্রকার পণ্য এলসি ছাড়া রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হইবে।

৮.১ "বাইয়িং কন্ট্রাক্ট" বলিতে কোন পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে বুঝাইবে।

৯.০ **রপ্তানি-কাম-আমদানি**—

৯.১ আমদানিকৃত পণ্য মেরামত, প্রতিস্থাপন অথবা শুধুমাত্র পুনঃভর্তির (refilling) উদ্দেশ্যে সিলিন্ডার ও আইএসও ট্যাংক সাময়িকভাবে রপ্তানি করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদনের পর পণ্য আমদানি করা হইবে মর্মে রপ্তানিকালে কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট ইন্ডেমনিটি বন্ড (indemnity bond) প্রদান করিতে হইবে;

৯.২ বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী রপ্তানিকৃত পণ্যে ত্রুটি পাওয়া গেলে বাংলাদেশী রপ্তানিকারককে উক্ত পণ্যের প্রতিস্থাপক পণ্য রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হইবে। তবে রপ্তানিকারককে নিম্নোক্ত দলিল কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে ঃ

(ক) বিক্রয় চুক্তির কপি;

(খ) ক্রেতার নিকট হইতে ত্রুটিযুক্ত পণ্যের বিবরণসম্বলিত পত্র; এবং

(গ) কাস্টমস্ আইনের আওতায় পূরণীয় অন্য কোন শর্ত।

৯.৩ কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত carnete de passage অথবা কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত উপযুক্ত ইন্ডেমনিটি বন্ডের বিপরীতে পুনঃ আমদানির শর্তে কোন ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যানবাহন সংগে নিতে পারিবেন।

৯.৪ ফ্রাস্ট্রেটেড্ কার্গো (Frustrated cargo) পুনঃরপ্তানি—কাস্টমস্ এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ফ্রাস্ট্রেটেড্ কার্গো পুনঃরপ্তানি করা যাইবে।

৯.৫ নির্মাণ, প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক কোম্পানী চুক্তি অনুসারে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত মেশিনারী ও সাজ-সরঞ্জামাদি নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে রপ্তানি-কাম-আমদানি করিতে পারিবে ঃ

(ক) কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট চুক্তি ও এওয়ার্ডের কপি দাখিল করিতে হইবে; এবং

(খ) কাজ শেষে মেশিনারী ফেরৎ আনিবে মর্মে প্রয়োজনীয় ইন্ডেমনিটি বন্ড প্রদান করিতে হইবে।

১০.০ **প্রাক-জাহাজীকরণ বাধ্যবাধকতা**—অন্যবিধ শর্ত না থাকিলে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাক-জাহাজীকরণ সনদপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে।

১১.০ **মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র**—যেই সকল পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক, সেই সকল পণ্য রপ্তানিকালে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১২.০ **রপ্তানি উন্নয়ন কৌশল পত্র**—রপ্তানি উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার একটি ত্রিবার্ষিক "রপ্তানি উন্নয়ন কৌশল পত্র ২০০৬—০৯" (পরিশিষ্ট-২) প্রণয়ন করিয়াছে, যাহা এই নীতির অংশ হিসাবে বিবেচিত হইবে। এই কৌশল পত্র বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা ও শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি

১ রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা

১.১ (ক) ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল, লুব্রিক্যান্ট অয়েল ও বিটুমিন ব্যতিরেকে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য। তবে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট-এর আওতায় বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক তাহাদের হিসাবের পেট্রোলিয়াম ও এলএনজি রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) রপ্তানি নিষিদ্ধ ও শর্তসাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য পণ্য ব্যতীত ব্যক্তিগত মালামালের অতিরিক্ত হিসাবে বাংলাদেশে তৈরী ২০০ (দুই শত) মার্কিন ডলার মূল্যমানের পণ্য কোন যাত্রী বিদেশে যাওয়ার সময় একোম্প্যানিড ব্যাগেজে সংগে নিতে পারিবেন। এইরূপে বিদেশে নেয়া পণ্যের বিপরীতে শুল্ক কর প্রত্যর্পণ/সমন্বয়, ভর্তুকী ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদানযোগ্য হইবে না।

১.২ পাটবীজ ও শনবীজ

১.৩ গম

১.৪ ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশের (রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং ২৩, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে (সংশোধিত) প্রথম তালিকায় বর্ণিত প্রজাতি ব্যতীত উক্ত অধ্যাদেশে উল্লিখিত সব রকমের জীবন্ত প্রাণী, এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বন্যপ্রাণীর চামড়া।

১.৫ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

১.৬ তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

১.৭ পুরাতাত্ত্বিক দুর্লভ বস্তু।

১.৮ মনুষ্যকঙ্কাল, রক্তের প্লাজমা অথবা মনুষ্য অথবা মনুষ্য রক্ত দ্বারা উৎপাদিত অন্য কোন সামগ্রী।

১.৯ সকল প্রকার ডাল (প্রক্রিয়াজাত ডাল ব্যতীত)।

১.১০ চিল্ড, হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাত ব্যতীত অন্যান্য চিংড়ি মাছ (এসআরও নং ৬০-এল/৭৬ তারিখ ১৪-২-৭৬)।

১.১১ পেঁয়াজ (এসআরও নং ২৫০-এল/৭৭, তারিখ ১৩-৮-৭৭)।

১.১২ হরিণ/হরিণী ও চাকা প্রজাতি ছাড়া ৭১/৯০ কাউন্ট ও তাহার চেয়ে ছোট আকারের সামুদ্রিক চিংড়ি (এস আরও নং ৩৪৫-এল/৮৩, তারিখ ২০-১০-৮৩)।

১.১৩ বেত, কাঠ ও কাঠের গুড়ি/স্থূল কাষ্ঠ খন্ড (এই সব দ্বারা প্রস্তুতকৃত হস্তশিল্প সামগ্রী ব্যতীত)।

১.১৪ সকল প্রজাতির ব্যাঙ (জীবিত অথবা মৃত) ও ব্যাঙের পা।

১.১৫ কেমিক্যাল উইপনস্ কনভেনসন-এর ১ নং তালিকাভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য।

১.১৬ কাঁচা ও ওয়েট-ব্লু চামড়া।

২ শর্তসাপেক্ষে রপ্তানি পণ্য তালিকা

২.১ **ইউরিয়া ফার্টিলাইজার**।—কাফকো ব্যতীত অন্যান্য ফ্যাক্টরীগুলিতে প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া ফার্টিলাইজার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমতির ভিত্তিতে রপ্তানি করা যাইবে।

২.২ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, গান, নাটক, ছায়াছবি, প্রামাণ্য চিত্র ইত্যাদি অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি ফর্মে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাইবে।

পরিশিষ্ট-২

রপ্তানি উন্নয়ন কৌশলপত্র
২০০৬—২০০৯

প্রস্তাবনা

ব্যবসা-বাণিজ্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। জাতিসংঘের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের (এমডিজি) আওতায় বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়ন করেছে। পিআরএসপি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে "রপ্তানি নীতি ২০০৬—০৯" এর আওতায় "রপ্তানি উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০০৬—২০০৯" প্রণয়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। পিআরএসপি'র অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থা করা যাতে ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্রতার হার বর্তমান স্তর থেকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা যায়। বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির ক্রমবিকাশের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে প্রতিনিয়ত ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল ও বহির্মুখী করে তোলা বাণিজ্য নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য কমিয়ে এনে মহিলাদের বাণিজ্য প্রসারক কর্মকান্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এর ফলে আমাদের অর্থনীতির বুনিয়াদ দৃঢ় হবে এবং তা পরিবর্তনশীল বিশ্ব বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদক/রপ্তানিকারকদের অধিকতর শক্তি ও প্রতিযোগিতার সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকার বাণিজ্য প্রসারে ফ্যাসিলিটেটরের ভূমিকা পালন করছে এবং ডব্লিউটিও অবলিগেশন অনুযায়ী বাণিজ্য নীতি আধুনিকায়ন ও সহজীকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আসছে।

৮০'র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হতো। পরবর্তী সময়ে তৈরী পোশাক পাটের স্থান দখল করে নিয়েছে। পরিবেশগত কারণে সাম্প্রতিক সময়ে পাটের বিকল্প কৃত্রিম আঁশের ব্যবহার বিশ্বব্যাপী নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এ অবস্থায় পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বিকাশ ও সংহতকরণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। চামড়া শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন শিল্প। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এ শিল্প দীর্ঘদিন স্থবির অবস্থায় রয়েছে। এ শিল্পে বর্ধিত মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে অধিকতর আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নকে লক্ষ্যে রেখে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কোম্পানীজ এ্যাক্টের বিধানমতে লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (এলএসবিপিসি) গঠন করা হয়েছে। এ কাউন্সিল চামড়া শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে কিছু সুপারিশ তৈরী করেছে Development of the Supply and Export of Leather শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এলএসবিপিসি ও আইটিসি, জেনেভা (এশিয়া ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায়) কর্তৃক যৌথভাবে ঢাকায় আয়োজিত তিনটি কর্মশালার আউটকাম হিসাবে একটি কৌশলপত্র তৈরী করা হয়েছে, যাতে এ শিল্পের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বাজারজাতকরণ সুবিধা সৃষ্টি, পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে আগামী তিন বছরের মধ্যে চামড়া, জুতা ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে হিমায়িত মৎস্য খাতের পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিষিদ্ধ উপাদানমুক্ত (বিশেষতঃ মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক) পণ্য রপ্তানি নিশ্চিতকরণসহ কমপ্লায়েন্সের অন্যান্য শর্ত প্রতিপালনের উপর ক্রেতাদের কাছ থেকে বর্ধিত চাপ আসছে। এ খাতের রপ্তানি সংহতকরণ ও বিকাশের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়াও পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও কমপ্লায়েন্সের বিভিন্ন শর্ত প্রতিপালনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। সম্ভাবনাময় নতুন রপ্তানি খাত যেমন, হালকা প্রকৌশল শিল্প, কৃষিজ ও কৃষিজাত পণ্য, ফ্রেশ ও কাট ফ্লাওয়ার, ঔষধ, কম্পিউটার সফটওয়্যার ইত্যাদি খাতের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মকান্ড জোরদারকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বিপণন সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে রপ্তানি বিকাশে রপ্তানি উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০০৬—০৯ এ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে।

১ জানুয়ারী, ২০০৫ থেকে বস্ত্র ও তৈরী পোশাক রপ্তানি থেকে প্রায় চার দশক পুরানো কোটা ব্যবস্থা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এর ফলে আমাদের রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে অধিকতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাছাড়া একই সাথে দেশে আমদানি ব্যবস্থাও উদারীকরণ করা হচ্ছে, আমদানি শুল্ক হারকে সম্ভাব্য নিম্ন স্তরে স্থির করা হয়েছে। সামগ্রিক বিবেচনায় আমাদের রপ্তানির বর্তমান প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে দেশজ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে, কারখানার উৎপাদন পরিবেশ ও কম্প্লায়েন্স বিষয়গুলো প্রতিপালনের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে, পণ্যের গুণগতমানের উন্নয়ন করতে হবে এবং সর্বোপরি, পণ্য ও তার বাজার বহুমুখীকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। এ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব যখন আমাদের সস্তা জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এর তুলনামূলক সুবিধাকে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধায় রূপান্তর করা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে শ্রম-নির্ভর রপ্তানি শিল্প স্থাপনে উৎসাহিতকরণ, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও উৎসাহিতকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইনসেনটিভ প্রদান, স্বল্প সুদে রপ্তানি ঋণ প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পশ্চাৎ ও অগ্র-সংযোগ শিল্প গড়ে তোলায় উৎসাহিতকরণ, ইউটিলিটি সার্ভিসের উন্নয়ন, রপ্তানি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন পরীক্ষাগার স্থাপন, বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক শিল্প এলাকা বা ক্লাস্টার গড়ে তোলা, রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল সহজলভ্যকরণ, বাজার ও প্রযুক্তি সম্পর্কে উৎপাদকদের হালনাগাদ তথ্য নিয়মিতভাবে সরবরাহকরণ, চট্টগ্রাম বন্দরের সামগ্রিক উন্নয়ন ও পণ্য খালাস পদ্ধতি আরো সহজীকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

রপ্তানি নীতি ২০০৩—০৬ এ দেশীয় রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং-এর মাধ্যমে রপ্তানি খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা রপ্তানি প্রসারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৩—০৪, ২০০৪—০৫ ও ২০০৫—০৬ রপ্তানি বছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথাক্রমে ১৬.১০%,১৩.৮৩% ও ২১.৬৩% বেড়েছে। এ বছরগুলোর মধ্যে ২০০৫-০৬ এ অর্জিত রপ্তানি আয় স্মরণকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে (১.৫২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। রপ্তানির বর্ণিত প্রবৃদ্ধি যাতে ২০০৬—০৯ রপ্তানি নীতিকালীন সময়েও ধরে রাখা যায়, সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করে 'রপ্তানি উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০০৬—০৯' রচিত হয়েছে। আশা করা যায়, রপ্তানি উন্নয়নের এ কৌশলপত্র আমাদের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও দরিদ্রতা নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

রপ্তানি উন্নয়ন কৌশলপত্র
২০০৬-২০০৯

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	প্রথম অধ্যায়	রপ্তানি নীতির লক্ষ্য, কলা-কৌশল ও পরিধি	১৩
২	দ্বিতীয় অধ্যায়	রপ্তানি বহুমুখীকরণ পদক্ষেপ	১৫
৩	তৃতীয় অধ্যায়	রপ্তানির সাধারণ সুযোগ-সুবিধা	১৮
৪	চতুর্থ অধ্যায়	রপ্তানির পণ্যভিত্তিক সুবিধা	২৪
৫	পঞ্চম অধ্যায়	রপ্তানি উন্নয়নের বিবিধ পদক্ষেপসমূহ	২৯

প্রথম অধ্যায়

রপ্তানি নীতির লক্ষ্য, কলা-কৌশল ও পরিধি

১.১ রপ্তানি নীতির লক্ষ্য (Objectives)

১.১.১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বিশ্বায়নের প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে রপ্তানি ব্যবস্থাকে (trade regime) যুগোপযোগী ও উদারীকরণ করা;

১.১.২ শ্রম (বিশেষ করে মহিলা শ্রম) নির্ভর রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিতকরণ;

১.১.৩ রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল সহজলভ্য করা;

১.১.৪ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্যের বহুমুখীকরণ;

১.১.৫ পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নত লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন, ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধন করা;

১.১.৬ রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন, কম্পিউটার প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, ই-কমার্সসহ সকল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা;

১.১.৭ রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করা;

১.১.৮ নতুন নতুন রপ্তাতিকারক সৃষ্টি ও বর্তমান রপ্তানিকারকদেরকে সর্বতোভাবে সহায়তা প্রদান করা;

১.১.৯ উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করা; এবং

১.১.১০ পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য রীতিনীতি সম্পর্কে বণিক সমিতি, ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্যক ধারণা প্রদান করা ইত্যাদি।

১.২ বাস্তবায়ন কৌশল (Implementation Strategy)

১.২.১ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র (ইপিবি) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই, চা বোর্ডসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ সহায়তা প্রদান করা;

১.২.২ রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী খাতের যৌথ উদ্যোগে "পণ্য উন্নয়ন কাউন্সিল" গঠন কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা;

১.২.৩ বিদেশে পণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত মার্কেট ইন্টেলিজেন্স, উচ্চতর মূল্য প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান করা;

১.২.৪ রপ্তানি বহুমুখীকরণে রপ্তানি বাজার ও প্রযুক্তি সম্পর্কে রপ্তানিকারকদেরকে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা;

১.২.৫ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রমিক, কর্মচারী ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং আরো খাতভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা;

১.২.৬ ট্রেডিং হাউস ও রপ্তানি হাউসসহ বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা;

১.২.৭ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য "সীল অব কোয়ালিটি অর্গানাইজেশন" বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান করা;

১.২.৮ পণ্যের ডিজাইন উন্নয়নে পণ্যভিত্তিক ডিজাইন সেন্টার স্থাপনে উৎসাহিত করা;

১.২.৯ উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে উৎপাদনকারীকে সহযোগিতা প্রদান করা;

১.২.১০ রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী দেশসমূহের কর্মপদ্ধতির সংগে রপ্তানিকারকদের পরিচিতি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা;

১.২.১১ নিম্ন সুদহারে রপ্তানি ঋণদানসহ রপ্তানিকারকদেরকে বিভিন্ন আর্থিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত ভর্তুকী বা ইন্‌সেনটিভ প্রদান করা;

১.২.১২ রপ্তানিতে লীড টাইম কমিয়ে আনার জন্য বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য খালাস পদ্ধতি সহজীকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

১.২.১৩ পণ্য পরিচিতি ও পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পণ্যের একক মেলা অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে সহায়তা প্রদান করা এবং বিদেশে বাণিজ্য মিশন প্রেরণ করা;

১.২.১৪ বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পাওয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া;

১.২.১৫ দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া;

১.২.১৬ নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন, পণ্য বহুমুখীকরণ, অধিক পণ্য রপ্তানি ইত্যাদি কর্মকান্ডের জন্য প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকদেরকে সিআইপি মর্যাদা ও জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা;

১.২.১৭ "রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি" কর্তৃক বছরে কমপক্ষে একবার দেশের রপ্তানি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;

১.২.১৮ "রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি" এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য গঠিত টাস্কফোর্স কর্তৃক নিয়মিতভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা; এবং

১.২.১৯ ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো-এর সভাপতিত্বে গঠিত রপ্তানি মনিটরিং গ্রুপ কর্তৃক রপ্তানির বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের উপায় সম্পর্কে সুপারিশ তৈরী করা।

১.৩ পরিধি ও সীমাবদ্ধতা (Scope & Limitations)

১.৩.১ রপ্তানি উন্নয়ন কৌশলপত্রে যাই বলা থাকুক না কেন, শুল্ক ও করের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

১.৩.২ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বাইরে যে কোন স্থানের ক্ষেত্রে আলোচ্য রপ্তানি উন্নয়ন কৌশলপত্র বর্ণিত বিভিন্ন প্রবিধান প্রযোজ্য হবে;

১.৩.৩ রপ্তানি উন্নয়ন কৌশলপত্রের মেয়াদকাল "রপ্তানি নীতি ২০০৬-০৯" এর অনুরূপ হবে;

১.৩.৪ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতিবছর রপ্তানি উন্নয়ন কৌশলপত্রের আওতায় পণ্য ও মিশনভিত্তিক বাৎসরিক রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে পারবে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো মাসিক ভিত্তিতে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রপ্তানি অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করবে;

১.৩.৫ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রপ্তানি উন্নয়ন কৌশলপত্রের যে কোন অনুচ্ছেদ প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রপ্তানি বহুমুখীকরণ পদক্ষেপ

২.১ পণ্য উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন

২.১.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ, উপযুক্ত প্রযুক্তি আহরণ, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন, পণ্য বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী খাতের যৌথ উদ্যোগে কোম্পানী এ্যাক্ট ১৯৯৪-এর আওতায় কয়েকটি খাত/পণ্যভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। এ কাউন্সিলগুলোর কর্মকান্ড জোরদার ও সুসংহত করা ছাড়াও আরো কাউন্সিল গঠনে উৎসাহিত করার বিষয়ে রপ্তানি নীতি ২০০৬–০৯ এ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। পণ্য/খাতভিত্তিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনে উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত উদ্যোগ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র রপ্তানি উন্নয়ন ও রপ্তানি প্রসার কর্মকান্ডের পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত হবে।

২.২ পণ্যখাতসমূহের শ্রেণীবিন্যাস

২.২.১ উৎপাদন ও সরবরাহ স্তর, রপ্তানি ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় অবদান, আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষমতা বিবেচনায় এনে কতিপয় পণ্যকে "সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত" এবং অন্য কতিপয় পণ্যকে "বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত" হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সরকার কর্তৃক সময় সময় এ তালিকার পরিবর্তন এবং এ সকল পণ্যের রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

২.৩ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত

২.৩.১ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত বলতে সে সকল খাতকে বুঝাবে যেখানে রপ্তানির বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে অথচ বিবিধ কারণে এ সম্ভাবনাকে তেমন কাজে লাগানো যায়নি, তবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিলে অধিকতর সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। যথা ঃ

(১) এগ্রো-প্রোডাক্টস ও এগ্রো-প্রসেসিং পণ্য;

(২) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য (অটো-পার্টস ও বাইসাইকেলসহ);

(৩) জুতা ও চামড়াজাত পণ্য;

(৪) ফার্মাসিউটিকেলস্ পণ্য;

(৫) সফ্টওয়্যার ও আইসিটি পণ্য; এবং

(৬) হোম টেক্সটাইল।

২.৪ **সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহকে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা**

২.৪.১ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হ্রাসকৃত সুদ হারে প্রকল্প ঋণ প্রদান করা;

২.৪.২ আয়কর রেয়াত প্রদান করা;

২.৪.৩ ডব্লিউটিও'র এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচার এবং এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডিজ এন্ড কাউন্টার ভেইলিং মেজারস্-এর সাথে সংগতিপূর্ণ ভর্তুকী প্রদান করা;

২.৪.৪ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচার এবং এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডিজ এন্ড কাউন্টার ভেইলিং মেজারস্-এর সাথে সংগতিপূর্ণ সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধা বা ভর্তুকী প্রদান করা;

২.৪.৫ সহজ শর্তে ও হ্রাসকৃত সুদ হারে রপ্তানি ঋণ প্রদান করা;

২.৪.৬ রেয়াতী হারে বিমানে পরিবহণের সুযোগ প্রদান করা;

২.৪.৭ শুল্ক প্রত্যর্পণ/বন্ড সুবিধা প্রদান করা;

২.৪.৮ উৎপাদন ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সহায়ক শিল্প স্থাপনে সুবিধা প্রদান করা;

২.৪.৯ পণ্যের মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরী সুবিধা সম্প্রসারণ করা;

২.৪.১০ পণ্য উৎপাদনে ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা;

২.৪.১১ বহির্বিশ্বে বাজার অন্বেষণে সহায়তা প্রদান করা; এবং

২.৪.১২ বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

২.৫ **বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত**

২.৫.১ যে সকল পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে অথচ পণ্যগুলোর উৎপাদন, সরবরাহ এবং রপ্তানি ভিত্তি সুসংহত নয় সে সকল পণ্যের রপ্তানি ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নিম্নলিখিত পণ্যসমূহকে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ঃ

(১) ফিনিশড চামড়া উৎপাদন;

(২) হিমায়িত মৎস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ;

(৩) হস্তশিল্পজাত পণ্য;

(৪) ইলেকট্রনিক পণ্য;

(৫) তাজা ফুল ও ফলিয়েজ;

(৬) পাটজাত পণ্য;

(৭) পাহাড়ী তাঁত বস্ত্র;

(৮) অমসৃণ হীরা; এবং

(৯) ভেষজ ঔষধ ও ঔষধি উদ্ভিদ।

২.৬ **বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতকে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা**

২.৬.১ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাধারণ হার সুদে প্রকল্প ঋণ প্রদান করা;

২.৬.২ সহজ শর্তে ও হ্রাসকৃত হার সুদে রপ্তানি ঋণ প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা;

২.৬.৩ ডব্লিউটিও'র এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচার এবং এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডিজ এন্ড কাউন্টার ভেইলিং মেজারস্-এর সাথে সংগতিপূর্ণ ভর্তুকী প্রদান করা;

২.৬.৪ রেয়াতী হারে বিমানে পণ্য পরিবহনের সুযোগ প্রদান করা;

২.৬.৫ শুল্ক প্রত্যর্পণ/বন্ড সুবিধা প্রদান করা;

২.৬.৬ উৎপাদন ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে সহায়ক শিল্প স্থাপনের সুবিধাসহ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন সংযোগ প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

২.৬.৭ পণ্যের মানোন্নয়নের জন্য কারিগরী সুবিধা সম্প্রসারণ করা;

২.৬.৮ পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা;

২.৬.৯ বহিঃর্বিশ্বে বাজার অন্বেষণে সুবিধা প্রদান করা;

২.৬.১০ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা; এবং

২.৬.১১ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

২.৭ **পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত প্রকল্প**

২.৭.১ পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় রপ্তানি মূল্য প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বন্ড ব্যবস্থা, ডিউটি-ড্র-ব্যাক, সাবসিডি ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা হবে। অনুরূপভাবে এই প্রকল্পের আওতায় পণ্য উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণ, বাণিজ্য সহযোগিতা এবং রপ্তানি বাণিজ্যের অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে প্রকল্প নেয়া হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

রপ্তানির সাধারণ সুযোগ-সুবিধা

৩.১ রপ্তানি থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার

৩.১.১ রপ্তানিকারক রপ্তানি আয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাদের রিটেনশন কোটায় বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখতে পারেন, যার পরিমাণ সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করবে। রপ্তানিকারকগণ উক্ত বৈদেশিক মুদ্রা প্রকৃত ব্যবসায়িক কারণে যেমন, ব্যবসা সংক্রান্ত বিদেশ ভ্রমণ, রপ্তানি মেলা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি এবং বিদেশে অফিস স্থাপনের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন।

৩.২ **রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল**—ইপিবিতে একটি রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইপিএফ) থাকবে। এ তহবিল থেকে নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে ঃ

৩.২.১ পণ্য উৎপাদনের জন্য হ্রাসকৃত সুদে ও সহজ শর্তে ভেঞ্চার-ক্যাপিটাল প্রদান;

৩.২.২ পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বিদেশী কারিগরী পরামর্শ এবং সেবা ও প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা প্রদান;

৩.২.৩ বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান;

৩.২.৪ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিদেশে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন এবং ওয়্যারহাউজিং সুবিধা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান;

৩.২.৫ কারিগরী দক্ষতা ও বিপণন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশে পণ্য উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান; এবং

৩.২.৬ পণ্য ও বাজার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

৩.৩ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা

৩.৩.১ রপ্তানিকারকদের নগদ সহায়তার পরিবর্তে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি সার্ভিস খাতে কর রেয়াত ও সাবসিডি বা ভর্তুকী দেয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে;

৩.৩.২ সকল রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগে নেয়া হবে; এবং

৩.৩.৩ ইন্ডাষ্ট্রিয়্যাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

৩.৪ রপ্তানির অর্থ সংস্থান

৩.৪.১ রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (Export Promotion Fund-EPF) এর আওতায় কাঁচামাল ও আনুষংগিক দ্রব্যাদির আমদানি প্রক্রিয়া সহজ করা হবে;

৩.৪.২ তৈরী বস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুবিধা দেয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা-পর্যালোচনা করে দেখা হবে; এবং

৩.৪.৩ রপ্তানি উন্নয়নের স্বার্থে ক্যাপিটাল মেশিনারীজ ও কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে।

৩.৫ রপ্তানি ঋণ

৩.৫.১ প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্র (irrevocable letter of credit) অথবা নিশ্চিত চুক্তির (confirmed contract) অধীনে রপ্তানিকারকগণ যাতে ঋণপত্র অথবা চুক্তিতে বর্ণিত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ ঋণ পেতে পারে, এ বিষয়টি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে দেখবে;

৩.৫.২ রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন এবং ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য এ খাতকে আধুনিকায়নসহ অন্যান্য উদ্যোগ নেয়া হবে;

৩.৫.৩ রপ্তানি খাতে স্বাভাবিক ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৩.৫.৪ পূর্ববর্তী বছরের সাফল্যের ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানিকারকের ক্যাশ ক্রেডিটসীমা নির্ধারণ করা হবে;

৩.৫.৫ প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্রের অধীনে সাইট-পেমেন্টের ভিত্তিতে যদি পণ্য রপ্তানি করা হয়, সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে প্রয়োজনীয় রপ্তানি দলিলপত্র জমা দেয়ার শর্তে বাণিজ্যিক ব্যাংক ওভারডিউ সুদ ধার্য করবে না;

৩.৫.৬ রপ্তানি খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি "এক্সপোর্ট ক্রেডিট সেল" চালু করতে পারে। একইভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রপ্তানির অর্থ সংস্থানের জন্য "বিশেষ ক্রেডিট ইউনিট" স্থাপন করবে;

৩.৫.৭ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন " রপ্তানি ঋণ মনিটরিং কমিটি" থাকবে এবং কমিটি রপ্তানি ঋণের চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ, ঋণ প্রবাহ পর্যালোচনা ও মনিটর করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে এই "ঋণ মনিটরিং কমিটি"র কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে;

৩.৫.৮ ব্যাংকসমূহ সার্ভিস চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে;

৩.৫.৯ রাশিয়াসহ অন্যান্য সিআইএস দেশসমূহ এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারের প্রয়োজনে ব্যাংকিং সুবিধা স্থাপন/জোরদারকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৩.৫.১০ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (ECGS) কে পুনঃবিন্যস্ত সক্রিয় ও কার্যক্ষম করা হবে। এ স্কীমের আওতায় রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পূরণের (Compensate) ব্যবস্থা রাখা যাবে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে; এবং

৩.৫.১১ অনুমোদিত ডিলার মূল ঋণপত্রের অধীনে স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহকারীদের অনুকূলে অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খুলতে পারবে।

৩.৬ রেয়াতী বীমা প্রিমিয়াম

৩.৬.১ অপ্রচলিত খাতে রপ্তানিমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ-বীমা প্রিমিয়াম দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এ ব্যবস্থায় রপ্তানিকারক জাহাজীকরণের পর প্রিমিয়াম পরিশোধে রেয়াত পেতে পারে।

৩.৭ অপ্রচলিত শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা প্রদান

৩.৭.১ অপ্রচলিত ও নতুন শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা দেয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার প্রথম দু'বছর কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ এবং পরবর্তীতে কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ হতে হবে।

৩.৮ **রপ্তানি শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা**

৩.৮.১ আমদানি-নির্ভর রপ্তানি শিল্পের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা দেয়ার বিষয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিবেচনা করে দেখবে। প্রধানতঃ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে বিবেচিত সকল শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা সম্প্রসারণ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। কতিপয় শর্তাদির আওতায় ট্রেডিং হাউস ও এক্সপোর্ট হাউসকেও বাড়তি বন্ডেড সুবিধা প্রদান করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

৩.৯ **অধিক মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পণ্যের ব্রান্ড নেইম-এর প্রচলন উৎসাহিত করা হবে।**

৩.১০ **শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র ব্যাক এর পরিবর্তে রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাত ও পোশাক শিল্পের অনুকূলে বিকল্প সুবিধা প্রদান।**

৩.১০.১ সরকার শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র ব্যাক-এর পরিবর্তে রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাত ও পোশাক শিল্পের অনুকূলে বিকল্প সুবিধা হিসেবে সাবসিডি (নগদ সহায়তা) দিতে পারে। সহায়তার হার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এ সুবিধা অন্যান্য খাতেও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৩.১১ **রপ্তানি সহায়ক সার্ভিসের ওপর ভ্যাট প্রত্যর্পণ সহজীকরণ**

৩.১১.১ রপ্তানি সহায়ক সার্ভিস যেমন, সি এন্ড এফ সেবা, টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স, বিদ্যুৎ, বীমা- প্রিমিয়াম, শিপিং এজেন্ড কমিশন/বিলের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট প্রত্যর্পণ করার সহজ পন্থা উদ্ভাবন করা হবে।

৩.১২ **রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সাধারণ সুযোগ-সুবিধা**

৩.১২.১ উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে এবং এগুলো ব্যাংক ঋণসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে; এবং

৩.১২.২ উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অবশিষ্ট ২০% পণ্য প্রযোজ্য শুল্ক ও কর পরিশোধ সাপেক্ষে অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া হবে।

৩.১৩ **আকাশপথে ফলমূল ও শাকসব্জিসহ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদান।**

৩.১৩.১ ফলমূল ও শাকসব্জি, অর্নামেন্টাল প্লান্ট প্রভৃতি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিমান ভাড়ার সুবিধা দেয়ার বিষয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বিবেচনা করবে।

৩.১৪ **রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদেশী এয়ার-লাইনস্-এর কার্গো সার্ভিস সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য রয়্যালটি প্রত্যাহার**

৩.১৪.১ শাক-সব্জি পরিবহণের রয়্যালটি গ্রহণ করা হয় না। একই ধরণের সুবিধা ফলমূলসহ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যের ক্ষেত্রে বহাল রাখার উদ্যোগ নেয়া হবে; এবং

৩.১৪.২ বিদেশী এয়ার লাইনস্-এর কার্গো সার্ভিসে স্পেস বৃদ্ধি এবং যুক্তিসঙ্গত ভাড়ায় ফলমূল, শাক-সব্জি ইত্যাদি বহন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে।

৩.১৫ রপ্তানিমুখী ছোট ও মাঝারী খামারকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান

৩.১৫.১ রপ্তানির উদ্দেশ্যে শাকসব্জি, ফলমূল, তাজা ফুল, অর্কিড প্রভৃতি উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদানকল্পে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) একর পর্যন্ত কৃষি খামারকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সুবিধা দেয়া হবে;

৩.১৫.২ পণ্যের দ্রুত পঁচনরোধে কূলচেইন (Cool Chain) স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে রিফার ভ্যান ও রিফার কনটেইনার আমদানিকে উৎসাহিত করা হবে।

৩.১৬ গবেষণা এবং উন্নয়ন

৩.১৬.১ রপ্তানি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের আমদানি করমুক্ত রাখায় বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরীক্ষা করে দেখবে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র সুপারিশক্রমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সুবিধা ভোগের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে।

৩.১৭ সাব-কন্ট্রাক্টিং ভিত্তিক রপ্তানিতে উৎসাহ ও সুবিধা

৩.১৭.১ প্রকৃত কার্যাদেশ লাভের পূর্বে যোগাযোগ, প্রতিনিধি প্রেরণ, বিদেশ ভ্রমণ, টেন্ডার ডকুমেন্ট ক্রয় ইত্যাদির জন্য কোন প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ বার্ষিক ৬,০০০ মাঃ ডলার পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবে। এর অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রয়োজন হবে;

৩.১৭.২ বিদেশে অফিস স্থাপন ও কর্মচারী নিয়োগের অনুমতি প্রদান; এবং

৩.১৭.৩ সাধারণ বীমা কর্তৃক প্রকল্প বিশেষজ্ঞদের অনুকূলে ব্যক্তিগত প্রফেশনাল গ্যারান্টি/বীমা প্রদান করা হবে।

৩.১৮ রপ্তানি পণ্যের নমুনা প্রেরণের ক্ষেত্রে বার্ষিক সীমা নির্ধারণ

নিম্নরূপ সীমার মধ্যে বিদেশে রপ্তানি পণ্যের নমুনা প্রেরণ করা যাবে ঃ

৩.১৮.১ এফওবি মূল্যের ভিত্তিতে রপ্তানিকারক প্রতি বার্ষিক সর্বাধিক ৫,০০০ মার্কিন ডলারের পণ্য (ঔষধ ব্যতীত);

৩.১৮.২ নমুনা হিসেবে বিনা মূল্যে প্রেরিত পণ্য, তবে শর্ত থাকে যে, ঔষধের ক্ষেত্রে (১) রপ্তানি এল, সি ব্যতিরেকে বছরে সর্বোচ্চ ১০,০০০ মার্কিন ডলার, অথবা (২) প্রতি রপ্তানি এল, সি'র বিপরীতে মোট এলসি মূল্যের ১% বা সর্বোচ্চ ১,০০০ মার্কিন ডলারের ঔষধ যেটি কম হবে, সেটি; এবং

৩.১৮.৩ প্রমোশনাল মেটেরিয়্যালের (ব্রশিয়ার, পোস্টার, লিফ্লেট, ব্যানার ইত্যাদি) ক্ষেত্রে যে কোন মূল্য বা ওজন।

৩.১৯ মালটিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদান

৩.১৯.১ বিদেশী বিনিয়োগকারী ও বাংলাদেশী পণ্যের আমদানিকারককে মালটিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের বাণিজ্যিক কর্মকর্তাগণকে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/দূতাবাসে সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে।

৩.২০ **বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ**

৩.২০.১ বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসা সংক্রান্ত বিশেষতঃ ডব্লিউটিও বিষয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.২১ **বিদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও একক প্রদর্শনী আয়োজন এবং অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ**

৩.২১.১ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একক দেশীয় প্রদর্শনী ও অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচীতে এবং বিদেশে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা দেয়া হবে।

৩.২২ **রপ্তানি বিষয়ক প্রশিক্ষণ জোরদার**

৩.২২.১ রপ্তানি বাণিজ্যের বিধি-বিধান সম্পর্কে রপ্তানিকারককে অবহিত করার লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করবে।

৩.২৩ **বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র নির্মাণ**

৩.২৩.১ রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ ত্বরান্বিত করা হবে; এবং

৩.২৩.২ বাজার অনুসন্ধান ও বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সুসংহত করার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে সকল সহায়তা দেয়া হবে।

৩.২৪ **বিদেশী ক্রেতাদের সমাগম ও তাদের নিকট রপ্তানি পণ্যের পরিচিতি বাড়ানোসহ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য দেশে আন্তর্জাতিক মানের সাধারণ এবং পণ্যভিত্তিক মেলার আয়োজন করা হবে।**

৩.২৫ **পণ্য জাহাজীকরণ**

৩.২৫.১ পণ্য জাহাজীকরণ/পরিবহন ব্যবস্থা সহজ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। কেউ বিমান চার্টার করতে চাইলে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া হবে।

৩.২৬ **সরাসরি বিমান-বুকিং ব্যবস্থা**

৩.২৬.১ দেশের উত্তরাঞ্চলের টাটকা শাক-সব্জি ও অন্যান্য পঁচনশীল পণ্য যাতে সহজে গন্তব্যস্থলে পৌছানো যায় এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন থাকে তার সুবিধার্থে রাজশাহী ও সৈয়দপুর বিমান বন্দর থেকে ঐ সকল পণ্যের সরাসরি বুকিং সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

৩.২৭ **অধিকহারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান**

৩.২৭.১ কম্পোজিট নীট/হোসিয়ারী বস্ত্র ও পোশাক প্রস্তুতকারী ইউনিট কর্তৃক অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হবে।

৩.২৮ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) স্থাপন

৩.২৮.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে এমআইএস প্রবর্তন করা হবে। সকল কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি ন্যাশনাল ট্রেড পোর্টাল বা প্লাটফর্ম তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে। এর সাথে দেশের সকল ব্যবসা সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের সংযোগ স্থাপন করা হবে।

৩.২৯ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি-সুবিধা

৩.২৯.১ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকের ন্যায় ডিউটি ড্র-ব্যাকসহ রপ্তানির সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে। রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত স্থানীয় কাঁচামাল এবং বৈদেশিক বিনিয়োগে স্থাপিত শিল্প/ প্রকল্পে ব্যবহৃত স্থানীয় দ্রব্য ও কাঁচামাল "প্রচ্ছন্ন রপ্তানি" বলে বিবেচিত হবে; এবং

৩.২৯.২ টেন্ডার ব্যতিরেকে ক্রেতার নিকট সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রায় বিক্রয়কে "প্রচ্ছন্ন রপ্তানি" গণ্য করে প্রয়োজনীয় সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.৩০ বিবিধ

৩.৩০.১ ঢাকায় একটি ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৩.৩০.২ বিদেশে বিশেষ ধরণের ওয়্যার হাউস স্থাপনসহ ট্রেডিং হাউস, এক্সপোর্ট হাউস, বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন উৎসাহিত করা হবে;

৩.৩০.৩ রুলস্ অব্ অরিজিন-এর আওতায় রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নিজস্ব রুলস্ অব্ অরিজিন প্রণয়ন করা হবে;

৩.৩০.৪ বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে প্রচলিত আইন সংস্কার ও সালিশী আইন প্রণয়ন/আধুনিকায়ন করা হবে;

৩.৩০.৫ পণ্য উন্নয়ন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে;

৩.৩০.৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে রপ্তানিকারক কর্তৃক বিদেশে এজেন্সী নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৩.৩০.৭ ডব্লিউটিও-এর নীতিমালায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রদত্ত সুবিধা চিহ্নিতকরণ এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৩.৩০.৮ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে গুণগতমান অর্জনের জন্য আইএসও ৯০০০ এবং পরিবেশগত বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত আএসও ১৪০০০ অর্জনে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৩.৩০.৯ আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত এলসি ফরমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুসৃত হারমোনাইজড কোড ব্যবহারের লক্ষ্যে রপ্তানি পণ্যের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা সম্বলিত কোড প্রণয়ন করা হবে; এবং

৩.৩০.১০ আর্থিক ও রাজস্ব সুযোগ-সুবিধাগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

রপ্তানির পণ্যভিত্তিক সুবিধাদি

৪.১ তৈরী পোশাক শিল্প

৪.১.১ বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পণ্য খালাস পদ্ধতি সহজীকরণ, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে তৈরী পোষাক রপ্তানির 'লীড টাইম' কমিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৪.১.২ উপযুক্ত অবকাঠামোগত ও ইউটিলিটি সুবিধাসহ একাধিক উপযুক্ত স্থানে 'পোষাক পল্লী' স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.১.৩ পোষাক শিল্প পল্লীতে বর্জ্য পানি শোধন প্ল্যান্ট (waste water treatment plant) স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৪.১.৪ তৈরী পোষাক কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন, দুর্ঘটনাজনিত ঝুকি হ্রাসকরণ এবং কারখানা পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স শর্ত প্রতিপালনে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। তাছাড়া সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে একটি সমন্বিত ও যৌক্তিক কমপ্লায়েন্স নীতিমালা তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.১.৫ পোষাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য বহুমুখীকরণের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.১.৬ শ্রমিক ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্য বাজার তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে পণ্য বহুমুখীকরণের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে;

৪.১.৭ তৈরী পোষাকের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে একক দেশীয় বস্ত্র ও তৈরী পোষাক মেলার আয়োজন, দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;

৪.১.৮ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে; এবং

৪.১.৯ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামালের জন্য শুল্কের সমপরিমাণ ব্যাংক-গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উল (artificial wool) দ্বারা বন্ডবহির্ভূত এলাকায় হাতে বোনা সোয়েটার উৎপাদনের সুযোগ দেয়া হবে।

৪.২ হিমায়িত মৎস্য শিল্প

৪.২.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি চাষকে উৎসাহিত করা হবে;

৪.২.২ হিমায়িত খাদ্য খাতে মূল্য-সংযোজিত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানির লক্ষ্যে ভেঞ্চার-ক্যাপিটাল প্রদান করা হবে;

৪.২.৩ চিংড়ি/চিংড়িজাত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্বে "সীল অব কোয়ালিটি অর্গানাইজেশন" বা সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.২.৪ পণ্যের উন্নতমান এবং এসপিএস (sanitary and phyto-sanitary) সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৪.২.৫ চিংড়ির মানোন্নয়ন ও রোগ প্রতিকারের জন্য গবেষণা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ বেসরকারী পর্যায়ে ল্যাবরেটরী স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হবে;

৪.২.৬ হিমায়িত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে অপরিহার্য মান নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি আমদানি উৎসাহিত করা হবে। মৎস্য অধিদপ্তর ও বিসিএসআইআর তাদের টেস্টিং ল্যাবরেটরী উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৪.২.৭ হ্যাচিং থেকে মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং-এর সকল পর্যায়ে একটি বিশেষ তদারকির ব্যবস্থা বা ট্রেসেভ্যালিটি সিস্টেম গড়ে তোলা হবে যাতে করে দূষিত (contaminated) হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির আশংকা কমিয়ে আনা যেতে পারে;

৪.২.৮ হিমায়িত খাদ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে একক দেশীয় মেলার আয়োজন, দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;

৪.২.৯ বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) কর্তৃক তৈরী "ভিশন-২০১০" বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.২.১০ রপ্তানিযোগ্য চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মনিটরিং সেল গঠন করা হবে; এবং

৪.২.১১ আমদানিকৃত ফিশ-ফিড ব্যবহারের উপযোগী কি না এবং তাতে কোন দূষিত বা নিষিদ্ধ উপাদান বা সাব্‌সটেন্স আছে কিনা, তা পণ্য চালান খালাসের পূর্বে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে। নিষিদ্ধ উপাদানের হালনাগাদ তালিকা মৎস্য অধিদপ্তর অথবা মৎষ্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় সময় সময়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে।

৪.৩ বাঁশ-বেত ও নারিকেলের ছোবলা দ্বারা প্রস্তুত হস্তশিল্প

৪.৩.১ ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানে কারুপল্লী স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৪.৩.২ হস্তশিল্পজাত পণ্যের কাঁচামাল সহজলভ্য করার জন্য বাঁশ, বেত ও কাঠের বাণিজ্যিক উৎপাদন উৎসাহিত করা হবে ;

৪.৩.৩ বাঁশ, বেত, কচুরীপানা, নারিকেলের ছোবলা ইত্যাদি দ্বারা তৈরী মূল্য সংযোজিত পণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করা হবে;

৪.৩.৪ হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যতা আনয়নের জন্য ডিজাইন বা নক্সা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। একটি নক্শা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ বিসিক নিতে পারে।

৪.৩.৫ হস্তশিল্পজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে একক দেশীয় মেলার আয়োজন, দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে ; এবং

৪.৩.৬ হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাংলাক্রাফট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.৪ চা শিল্প

৪.৪.১ চা বাগানের আওতাধীন অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.৪.২ রুগ্ন চা বাগানগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.৪.৩ মূল্য প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে চা বাগানগুলোর মধ্যে গ্যাস সংযোগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৪.৪.৪ যে সকল চা বাগানের ইজারা কার্যক্রম এখনও সম্পাদিত হয়নি, তা দ্রুত সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতা দেয়া হবে;

৪.৪.৫ আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে চায়ের গুণগতমান উন্নয়ন ও চায়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য চা কারখানা আধুনিকীকরণের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে ব্যাংককে উৎসাহিত করা হবে;

৪.৪.৬ দারিদ্র বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্রাকার খামারে চা উৎপাদনকারীদের ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা দেয়া হবে;

৪.৪.৭ প্যাকেট-চা রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আমদানীকৃত মোড়ক সামগ্রীর জন্য এফওবি মূল্যের ওপর বিধি মোতাবেক ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধা/বন্ড সুবিধা প্রদান করা হবে। এ ছাড়াও ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে ও বিনাশুল্কে মোড়ক সামগ্রী আমদানির সুযোগ দেয়া হবে;

৪.৪.৮ বিদেশে চায়ের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে ; এবং

৪.৪.৯ বিদেশে বাংলাদেশী চা বাজারজাতকরণে ব্রান্ড নেইম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্লেন্ডিং ও ডিষ্ট্রিবিউটিং সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হবে।

৪.৫ **পাট শিল্প**

৪.৫.১ পাটজাত পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার ও পাটকল বিএমআরই ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পাট শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত 'প্ল্যান অব এ্যাকশন' গ্রহণ করা হবে;

৪.৫.২ বিভিন্ন দেশে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে;

৪.৫.৩ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে পাটের পরিবেশ সহায়ক গুণাগুণ তুলে ধরে পাটের ব্যবহার জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৪.৫.৪ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাকে আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগদানে সহায়তা দেয়া হবে; এবং

৪.৫.৫ পাটজাত পণ্যের বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপনে সরকারী সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪.৬ **চামড়া শিল্প**

৪.৬.১ রুগ্ন চামড়া শিল্প কারখানাগুলোকে পলিসি সাপোর্টের মাধ্যমে ঋণ পুনঃতফশিলিকরণ সুবিধা প্রদান করা হবে;

৪.৬.২ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রতিযোগিতা (competition) করার শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি প্রসারের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.৬.৩ আমদানি বিকল্প চামড়া প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল তৈরী শিল্প, জুতার বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ও চামড়া শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ (accessories) দেশীয়ভাবে উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ বা যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে;

৪.৬.৪ পশুর শরীর থেকে চামড়া খালাস পদ্ধতি, প্রিজারভেশন, পরিবহণ, সংরক্ষণ ইত্যাকার বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যেগ নেয়া হবে যাতে করে চামড়া আহরণ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যায়। এক্ষেত্রে পৃথকভাবে কসাই ও চামড়া ব্যবসায়ীদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সে ও কর্মশালার আয়োজন অব্যাহত থাকবে;

৪.৬.৫ লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে এ শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হবে যাতে শিল্প উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকগণও সংশ্লিষ্ট থাকবেন;

৪.৬.৬ চামড়াজাত পণ্য ও জুতা শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও জয়েন্ট ভেঞ্চার ইনভেস্টমেন্টকে উৎসাহিত করা হবে;

৪.৬.৭ ১০০% রপ্তানিমুখী চামড়া শিল্পের জন্য বিদ্যমান বন্ড সুবিধা অধিকতর সহজ ও সময়োপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৪.৬.৮ বিদ্যমান শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণ পদ্ধতি সহজ করা হবে;

৪.৬.৯ চামড়াজাত পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার ও রুগ্ন চামড়া শিল্পে বিএমআরই ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে চামড়া শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত 'প্ল্যান অব এ্যাকশন' গ্রহণ করা হবে;

৪.৬.১০ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাকে আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগদানে সহায়তা দেয়া হবে;

৪.৬.১১ দেশের প্রধান প্রধান শহরে পৌর বিভাগের সহায়তা নিয়ে স্লটার হাউস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.৬.১২ সাভারে নির্মাণাধীন চামড়া শিল্প পল্লীতে শিল্প ইউনিট স্থানান্তরে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদান করা হবে;

৪.৬.১৩ সাভারস্থ চামড়া শিল্প পল্লীতে কেন্দ্রীয়ভাবে ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে এবং ক্লীন টেকনোলজি স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে;

৪.৬.১৪ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য উন্নত রসায়নাগার স্থাপনসহ সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে;

৪.৬.১৫ চামড়া শিল্পের ব্যবস্থাপনা সংকট উত্তরণের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তাদের জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে;

৪.৬.১৬ কাঁচা চামড়া সহজলভ্য করার জন্য দেশে গবাদি পশুপালন এবং লীন্ সিজনে (lean season) কাঁচা চামড়া আমদানি উৎসাহিত করা হবে;

৪.৬.১৭ চামড়া শিল্পে নিম্ন হারযুক্ত নাইট্রোজেন ও সোডিয়াম ক্লোরেট ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে;

৪.৬.১৮ টেনারী মালিক ও এজেন্টদের মধ্যকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করা হবে যাতে করে টেনারী মালিকদের সেলস্ নেগোশিয়েশন ও মার্কেটিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পায়;

৪.৬.১৯ হাজারীবাগ থেকে সাভার টেনারী পল্লীতে শিল্প ইউনিট স্থানান্তরে টেনারী মালিকদের ক্রাষ্ট লেদার থেকে ফিনিশ্ড্ লেদার উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরীতে সহায়তা করা হবে;

৪.৬.২০ জুতা ও চামড়াজাত পণ্যের বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টারটিকে আরো গতিশীল করার উদ্যোগ নেয়া হবে ;

৪.৬.২১ রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্যের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ডিজাইন ও ফ্যাশন ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ লেদার টেকনোলজি কলেজকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৪.৬.২২ জুতাসহ চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য ব্যাকওয়ার্ড/ফরওয়ার্ড-লিংকেজ শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ; এবং

৪.৬.২৩ চামড়া শিল্পের জন্য কেমিক্যাল ও অন্যান্য উপকরণ প্রাপ্তি সহজ ও নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.৭ অন্যান্য খাত

৪.৭.১ রপ্তানিযোগ্য শাক-সব্জি উৎপাদনের জন্য কন্ট্রাক্ট ফার্মিংকে উৎসাহিত করা হবে;

৪.৭.২ শাক-সব্জি ও ফলমূল উৎপাদনের জন্য উদ্যোগী রপ্তানিকারকের অনুকূলে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সরকারী খাসজমি বরাদ্দ দেয়া এবং রপ্তানি পল্লী গঠনে উৎসাহিত করা হবে;

৪.৭.৩ শাক-সব্জি, ফুল ও ফলিয়েজ এবং ফলমূল রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্যাকেজিং সামগ্রী উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হবে;

৪.৭.৪ আলু চাষ, উৎপাদন ও রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৪.৭.৫ শাক-সব্জি, ফুল ও ফলিয়েজ এবং ফলমূল উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে;

৪.৭.৬ রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনসহ অন্যান্য কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতকে বাণিজ্যিকীকরণের প্রচেষ্টা নেয়া হবে;

৪.৭.৭ তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে আইসিটি'র সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;

৪.৭.৮ আইটি খাতের রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগে যোগাযোগ জোরদারকরাসহ বিদেশে বিপণন কেন্দ্র খোলার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা হবে;

৪.৭.৯ সফ্টওয়ার উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য দেশে একটি "আইটি ভিলেজ" স্থাপনের উদ্যোগ জোরদার করা হবে;

৪.৭.১০ ন্যাশনাল আইটি ব্যাক-বোন-এর সাথে সাব-মেরিন ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগ, হাই স্পীড ডাটা ট্রান্সমিশন লাইন সহজলভ্য করা এবং আঞ্চলিকভাবে আইটি খাতের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৪.৭.১১ আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৪.৭.১২ ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে পাসবুক পদ্ধতি/ভিন্নতর পদ্ধতি চালু করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে;

৪.৭.১৩ ঔষধ খাতের রপ্তানি সম্ভাব্যতা বিবেচনায় এনে ঢাকা ও চট্টগ্রামে Active Pharmaceutical Ingredient পার্ক ও Common Lab প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪.৭.১৪ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নয়নের জন্য ঢাকার অদূরে "লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাষ্টার ভিলেজ" গড়ে তোলা হবে;

৪.৭.১৫ হালকা প্রকৌশল খাতের উন্নয়নের জন্য একটি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরী ও কমন ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার গড়ে তোলা হবে;

৪.৭.১৬ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি "এগ্রো-প্রডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল" গঠন করা হবে;

৪.৭.১৭ ভেষজ উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ উৎপাদন ও রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৪.৭.১৮ স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার রপ্তানি প্রসারের লক্ষ্যে অলঙ্কার সামগ্রীর কাঁচামাল আমদানিকে উৎসাহিত করা হবে;

৪.৭.১৯ আমদানিকৃত অমসৃণ হীরা প্রক্রিয়ারকরণের পর রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮-আইন/২০০৬ তারিখ-৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ ইং অনুযায়ি শিল্প উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

রপ্তানী উন্নয়নের বিবিধ পদক্ষেপসমূহ

৫.১ বর্তমানে ফ্রেইট ফরওয়াডিং এজেন্সির জন্য নির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক/ সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর/যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্সদের জন্য একটি নীতিমালা তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হবে ;

৫.২ মংলা বন্দরে কন্টেইনার জাহাজ এবং ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা করা হবে ;

৫.৩ কৃষি পণ্য রপ্তানির জন্য বিমানে অতিরিক্ত স্পেস বরাদ্দসহ পৃথক কার্গো বিমানের ব্যবস্থা এবং বিমান ও জাহাজ ভাড়া যুক্তিসংগত হারে হ্রাস করা হবে ;

৫.৪ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক ইউরোপের সাথে নিয়মিত "Cargo Freighter Service" প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৫.৫ অঞ্চলভিত্তিক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে ;

৫.৬ পণ্য পরিবহণে রেল সার্ভিসকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক ভাড়ার হার নির্ধারণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা হবে ; এবং

৫.৭ রপ্তানী ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর মহিলা সিআইপি নির্বাচন ও শ্রেষ্ঠ মহিলা উদ্যোক্তাদের রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হবে।

৫.৮ পণ্যভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিবছর একটি পণ্যকে "প্রডাক্ট অব দি ইয়ার" (Product of the year) ঘোষণা করা হবে।

৫.৯ **মূল্য সংযোজন হার যৌক্তিকীকরণ**

৫.৯.১ একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি সময় সময় তৈরী পোশাকসহ অন্যান্য পণ্যের মূল্য সংযোজন হার নির্ধারণ করবে ;

৫.৯.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ মেরামত বাবদ প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যাবাসিত হয়েছে শর্তে তা সেবা খাতে রপ্তানি আয় হিসাবে গণ্য করা হবে।

বাঃসঃমুঃ-২০০৬/০৭-৪৯৫৮কম(ঈ)—৫,০০০ বই, ২০০৭।